গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন এমপি খোকন

মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আকস্মিক পরিদর্শন করেন। সেখানে রোগীদের খাবারের মান দেখে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন তিনি। রোগীদের খাবার ও সেবা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন সুযোগ নেই উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের হুঁসিয়ারী দেন তিনি।

আজ বুধবার বেলা দেড় টার সময় হঠাৎ করেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হন এমপি খোকন। তিনি প্রথমে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাবুর্চি খানায় গিয়ে উপস্থিত হন। রোগীদের জন্য নিম্নমানের চাউল রান্না করা হয়েছে, তরকারি হিসেবে যে সব্জি ও মাংস রান্না করা হয়েছে সেটাও মানসম্মত নয়। তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ না করারও অভিযোগ পান তিনি।

এ ছাড়াও খাদ্য তালিকায় সকালের নাস্তায় রোগী প্রতি ১টি মুরগীর ডিম, ২টি পাকা কলা, ১০০ গ্রাম উন্নতমানের পাউরুটি (২পিস)।

দুপুর ও রাতের খাবারে ৩৫০ গ্রাম চাউল (সিদ্ধ) মাঝারী, ৪০ গ্রাম মসুরের ডাল, ৪০ গ্রাম সোয়াবিন তেল, ১৪ গ্রাম লবন (আয়োডিন যুক্ত), ৮০ গ্রাম মাংস (খাসী) অথবা ২৬০ গ্রাম দেশী মুরগীর মাংস, অথবা ৩২৫ গ্রাম ফার্মের মুরগীর মাংস, অথবা ২৩৬.৩৬ গ্রাম (রুই,কাতলা,মৃগেল) মাছ, অথবা ২৮৮.৮৮ গ্রাম (গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, আমেরিকান রুই) মাছ, ৫৮ গ্রাম গোল আলু, ১ কেজি জ্বালানী শুকনা কাঠ (আম), ১০০ গ্রাম পেঁপেঁ/ মিষ্টি কুমড়া, অথবা ১৫৬.২৫ গ্রাম লাউ, অথবা ২৫০ গ্রাম পাতা/ফুল কপি, ২৫ গ্রাম পিঁয়াজ, ১০ গ্রাম রসুন, ৪ গ্রাম জিরা, ২ গ্রাম হলুদ (গুড়া), ৫ গ্রাম শুকনা মরিচ (গুড়া), ৩ গ্রাম ধনিয়া (গুড়া), ২ গ্রাম আদা, ১.৮৪ গ্রাম গরম মসলা (এলাচ,দারচিনি,লবঙ্গ) সর্বমোট ১২৫ টাকা মূল্যের খাবার সরবরাহের নির্দেশনা থাকলেও রোগীদের নিকট থেকে না পাওয়ার অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত।

সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে ঠিকাদারকে সতর্ক করে পরবর্তীতে সিডিউল বহির্ভূত কোন খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করা হলে কঠিন ব্যবস্থা

নেওয়ার হুঁসিয়ারী দেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও (রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার) সাদিয়া সুলতানাকে প্রতিনিয়ত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেন।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম, আরএমও ডাঃ সাদিয়া সুলতানা, ডাঃ এম কে রেজা, প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন, বাবুর্চি লাইলী খাতুন, ঠিকাদার ঝন্টু মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মা মেয়ের অনশন অব্যাহত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়রের ঘুষ নেয়া ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবিতে অমরণ অনশন অব্যাহত রেখেছেন মৌমিতা খাতুন পলি ও তার মা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেছেন তারা। মৌমিতা খাতুন পলি গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী।

মৌমিতা খাতুন পলি জানান, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জামি-জমা বন্ধক রেখে, ধারদেনা সহ বিভিন্ন এনজিও মানুষের কাছে চড়া সুদে টাকা নিয়ে মেয়রকে দেওয়া হয়েছে। মেয়রের নির্দেশে গত ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় মেয়র আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী জেলা পরিষদ সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনার ৬৪৫৪ নম্বর (হিসাবে) একাউন্টে ৫ লাখ ৭০ হাজার,২৫ জানুয়ারি ৫০ হাজার, ৫ ফেব্রুয়ারি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ১৫ লক্ষ টাকার বাকী টাকা নগদ প্রদান করা হয়। টাকা নিয়ে ২০১৮ সালের ১৯ মে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও আমাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগ দেন মেয়র আশরাফুল।

আমাকে নিয়োগ না দেওয়ায় আমার প্রদেয় টাকা ফেরত চেয়ে বারবার

তাগাদা দিলেও কোন কর্নপাত না করে মারধর ও হুমকি দিয়ে পৌরসভা থেকে বের করে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে বিচার চেয়ে গেল ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত গাংনী শহীদ মিনারে টাকা ফিরে পাবার দাবিতে অনশন করি। পরে গাংনী থানার ওসি বিচারের আশ^◌াস দিলে বাড়ি ফিরে যায়।

বিষয়টি নিয়ে গেল ২১ আগস্ট রাত্রিতে গাংনী থানা চত্ত¦রে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের সালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ওবাইদুর রহমান, গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার আহসান হাবিব,এস আই আব্দুল হান্নান,সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেনের একান্ত সহকারী সাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান,সাহিদুল ইসলাম, এনামুল হক, শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি, অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলি, তার মা বাবা সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পলির স্বামীকে নিয়ে বসে তাদের মধ্যে টাকা লেনদেনের বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে সকলে উদ্যেগী হবেন বলে আশ^স্ত করা হয়।

তবে মেয়র আশরাফুল ইসলাম-পলির স্বামী মোমিনকে টাকা ফেরত দিয়েছেন দাবি করে বলেন চাকুরীর জন্য নয় জমি সংক্রান্ত বিষয়ে টাকা নেয়া হয়েছিলো। যখন নিয়োগ পরীক্ষা হয় তখন আমি মেয়রের দায়িত্বে ছিলাম না।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন,থানায় সালিস বৈঠকে মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানায় পলির স্বামী মোমিন তার ডায়েরীতে স্বাক্ষর টাকা ফেরত নিয়েছেন বলে দাবি করে। অপরদিকে মোমিন টাকা ফেরত নেয়নি বলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দাবি করে। পরে সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যদি স্বাক্ষর ঠিক থাকে তাহলে মৌমিতা খাতুন পলি টাকা আর পাবেনা। আর যদি স্বাক্ষর না মেলে তাহলে মৌমিতা খাতুন পলিকে ১৫ লাখ টাকা ফেরত দিতে হবে মেয়রকে। মৌমিতা খাতুন পলির স্বামীর উপস্থিতিতে আবারো বৈঠক বসবে জানিয়ে সভা শেষ করা হয়। গত ২৮ আগস্ট মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন থানায় আসলেও মেয়র হাজির না হওয়ার কারণে বৈঠক করা যায়নি।

তবে কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মেয়র চাকুরীর জন্য টাকা নিয়েছেন। যা পৌর পরিষদের অনেকেই জানেন।

মৌমিতা খাতুন পলির দাবি চাকরির দেওয়ার নামে ঘুষ নিয়ে সেই টাকা মেয়র ফেরত না দেওয়ায় প্রথম দফা অনশন, তারপর সালিশ বৈঠক হলো। এর পরেও কোন কুল কিনারা না পেয়ে থেকে আবার অনশন শুরু করলাম। আমার গর্ভে সন্তান আছে। টাকা না দেওয়ায় এখন আমার স্বামী আমাকে নিতে চাচ্ছে না। একমাত্র মৃত্যুই এর সমাধান। আমি আর উঠছি না। আমি ও আমার অনাগত সন্তান মারা গেলে আমাদের লাশ বাড়ি যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জেনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা। তাদের নিরপত্তার জন্য শদীন মিনার এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীতে শিশুর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে ইসমাইল হোসেন (৯) নামের এক শিশু আত্মহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় উপজেলার রাইপুর গ্রামের তার নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করে। ইসমাইল হোসেন রাইপুর গ্রামের রাশিদুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,টাকা না দেওয়ায় ইসমাইল হোসেন তার মা আফরোজার উপর অভিমান করে গলায় ওড়না পেচিয়ে নিজ ঘরে আত্মহত্যা করে।

ইসমাইল হোসেনের বোন বৃষ্টি জানান, ছোট ভাই ইসমাইলকে ঘরে ঝুলতে দেখে তাকে নীচে নামিয়ে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনীতে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করলেন পৌর মেয়র

করোনা প্রতিরোধে বাসযাত্রী ও পথচারীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বিনামূল্যে এ মাস্ক বিতরণ করেন।

মাস্ক বিতরণের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাব কমাতে সচেতনা অত্যন্ত জরুরী। নিজের ও পরিবারের সুরক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার প্রত্যেককে নিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় তিনি পথচারী ও যানবাহনে ভ্রমনরত মানুষকে পৌরসভার মনোগ্রাম সংবলিত মাস্ক বিনামূল্যে প্রদান করেন। এ সময় ৫ হাজার মাস্ক বিতরনের ঘোষণা দেন তিনি।

গাংনীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মৎস্য ডক্টরের উদ্যোগে ৪শ’ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান।

এ সময় উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রীতম চৌধুরী, ক্ষেত্র সহকারী খন্দকার এজাজ হোসেন, জামালউদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বস্তাভর্তি ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দাখিল মাদ্রাসার সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বামুন্দি ক্যাম পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে বামুন্দি ক্যাম্পের এএসআই ইলিয়াস হোসেন পরিত্যক্ত অবস্থায় বস্তাভর্তি ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

বামুন্দি ক্যাম পুলিশের এসআই ইলিয়াস হোসেন জানান, সকালে স্থানীয়দের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে করমদি মাদ্রাসার সামনে থেকে একটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। বস্তা তল্লাশি করে ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে গাংনী থানায় জমা দেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, করমদি মাদ্রাসার সামনে থেকে বস্তাভর্তি ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। বামুন্দি ক্যাম্প পুলিশ ১৪০ বোতল ফেনসিডিল গাংনী থানায় জমা দিয়েছেন।

গাংনীতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মাঝে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মাঝে খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর -২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহা:সাহিদুজ্জামান খোকন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নিজ বাসভবনে উপজেলার ৪০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে খেলাধুলার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবায়দুর রহমান।

গাংনী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজার সঞ্চালনায় সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দানেছূর রহমান, ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নবীন পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান মুক্তি সহ ৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিম্নমানের খাবার সরবরাহের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের জন্য সরবরাহকৃত খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগী সাধারণ।

ঠিকাদারদের দেয়া খাবারের মান যাচাই ও ওজন পরিমাপ করার নিয়ম থাকলেও সেটি করা হচ্ছে না। খাবারের মান ও ওজন দেখে না নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন স্বাস্থ কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সাদিয়া সুলতানা।

জানা গেছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাঝে মধ্যে রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি মুরগী ও পচা সিলভার কার্প মাছ সরবরাহ করা হয়। নিয়মানুযায়ি আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার খাবারের মান যাচাই ও ওজন ঠিকভাবে দেখে নিবেন। কিন্তু আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার তা করেন না। বাবুর্চির দেয়া তথ্য নোট করে নেন। আবার কতটুকু খাবার দেয়া হচ্ছে তা ঠিক পরিমাপ করা হয় না। ঠিকাদার যা বলেন সেটাই লিপিবদ্ধ করে বিল দেয়া হয়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন রোগি জানান, যে খাবার দেয়া হয় তা গরীব মানুষেরা নিজ বাড়িতেও খান না। বাধ্য হয়ে অনেক রোগী বাড়ি কিংবা বাইরে থেকে খাবার কিনে আনেন।

বাবুর্চি লাইলী জানান, তিনি ঠিকাদারদের কাছ থেকে যা পান তা আরএমও সাহেবকে মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেন। কতজন রোগীর খাবার বা কতটুকু তা ওজন দেখেন না তিনি।

এদিকে কতজন রোগী ভর্তি থাকেন আর কতজনকে কি খাবার দেয়া হবে সে বিষয়ে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার সাদিয়া সুলতানা জানান, কোন অফিশিয়াল তথ্য নিতে হলে তথ্য আইনে ফরম পুরুণ করে নিতে হবে। খাবারের মান যাচাই সম্পর্কে তিনি জানান, প্রতিদিন খাবার দেখে মেপে নেয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই তাই বাবুর্চির দেয়া তথ্য ঠিকভাবে ধরে নেয়া হয়।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, করোনার কারণে হাসপাতালে যাওয়া হয়নি। বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যস্ত ছিলাম। এখন গিয়ে সব দেখা হবে। কোন অনিয়ম প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

মেহেরপুর-২ গাংনীর সাংসদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন জানান, সঙ্গত কারণেই খোঁজ খবর নেয়া হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে আবারো মা মেয়ের আমরণ অনশন

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভায় চাকুরি পেতে প্রদানকৃত ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবীতে আবারো আমরণ অনশনে বসেছেন মা ও মেয়ে । সোমবার বিকেল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেন তাঁরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, তিন বছর আগে গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামেরর শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী মৌমিতা খাতুর পলি পৌরসভায় হিসাব রক্ষণ সহকারি পদে চাকরি পেতে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মেয়র একটি মামলায় জেল হাজতে থাকায় তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনার ব্যাংক একাউন্টে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করেন মৌমিতার স্বামী মোমিন। টাকা প্রদান করার ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও মৌমিতার চাকরি স্থায়ী করণ করেনি মেয়র আশরাফুল ইসলাম। উপরন্ত মৌমিতার পদে মোটা অংকের টাকা নিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে চাকরি দেন।

পরে মৌমিতা টাকা ফেরত চাইলে আজকাল করে নানা অজু হাতে ঘুরাতে থাকে মেয়র। ব্যাংক জমাকৃত টাকার ব্যাংক রশিদ নিয়ে বিভিন্ন মহলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান মৌমিতা ও তার পরিবার। অবশষে কুলকিনারা হারিয়ে গত ২৩ আগস্ট অনশনে বসেন মৌমিতা ও তার মা। দিন শেষে গাংনী থানার ওসি বিচারের প্রতিশ্রুত দিয়ে পরের দিন থানায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ ও গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান স্থানীয় শালিশের ব্যবস্থা করেও তা অমীমাংসিত অবস্থায় শালিশ শেষ হয়।

এ সময় ঐদিন মেয়র আশরাফুল ইসলাম মৌমিতার স্বামীর মোমিনের হাতে টাকা ফেরত দোবার কথা বল্লেও মোমিন টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন আমি কোনো টাকা পয়সা মেয়রের নিকট থেকে নিইনি এবং কোথাও স্বাক্ষর করিনি। মৌমিতা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন মহলের কাছে

লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। টাকা না ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমরণ অনশন করবেন বলে জানান মৌমিতা।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির পিতা শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহুদুর আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার বাড়ির সামনে হাফজুলের বাড়ির সামনে আমার ৪০ শতাংশ জমি আছে। আমার উক্ত জমির ৫ কাঠা বিক্রি করার জন্য দামাদামি করি। উক্ত ৫ কাঠা জমির মূল্য নির্ধারন করা হয় ১৫ লাখ টাকা। জমি বিক্রি করার জন্য মৌমিতা খাতুন পলির কথিত স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন, চাকরির জন্য নয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়েগেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের যাওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা।

মেহেরপুরের সড়ক কাঁপাচ্ছে কিশোর ড্রাইভাররা

নেই ড্রাইভিং লাইসেন্স। নেই সড়কে চলাচলের সংকেত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। তারপরও শত শত কিশোর মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, লক্কর-ঝক্কর মাইক্রোবাসের চালকের আসনে নিয়মিত ড্রাইভার। এসব অনভিজ্ঞ কিশোর চালকের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘিরে সড়কে ঘুরছে নিজেদেও ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনচাকা।

প্রশাসনের তেমন নজরদারি না থাকায় দিন দিন সড়কে অনভিজ্ঞ লাইসেন্সহীন কিশোর চালকদের মটরসাইকেল ও ইজিবাইকের হ্যান্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা বেড়েই চলছে। কখনও প্রয়োজনের তাগিদে আবার কখনও শখের বসে লোকাল সড়ক থেকে প্রধান সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। এর ফলে ছোট খাটো দুর্ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে।

মেহেরপুর জেলা অটো ইজিবাইক মালিক সমিতির তথ্য অনুযায়ি জেলায় প্রায় ৮ হাজারের মত অটো চলাচল করে। সমিতির আওতাভুক্ত ১৮শ মত।

এদের ভিতর অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সের ড্রাইভার। সরকারিভাবে এইসব অটো চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ছোট মেহেরপুর শহরে প্রায় ২ হাজার অটো চলাচল করে। যাদের বেশির ভাগই অনভিজ্ঞ ড্রাইভার। ট্রাফিক আইন সম্পর্কে নেই নুন্যতম ধারণা।

এছাড়াও মোটরসাইকেল নিয়ে সড়ক কাঁপাচ্ছে কিশোর ড্রাইভাররা। গ্রাম থেকে শহর সবখানেই তাদের বিচরণ। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়ি করছে সচেতন মহল। ছেলের আবদার পূরণের জন্য অপ্রাপ্ত বয়সেই তুলে দিচ্ছে গাড়ির চাবি। মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের দাবি, কিশোর চালকরা এ ধরণে যানবাহনে চালকের আসনে বসে কর্তব্যরত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়েই চলাচল করছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, থ্রিহুইলার, মাইক্রোবাসের শিক্ষানবিশ ড্রাইভার, মোটরসাইকেল, এ ধরণের ৪০ ভাগ যানবাহনের স্টিয়ারিং হাতে নিয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোররা।
ইজিবাইক ও অটোর বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন বলেন, শহরে ইজিবাইকের সুষ্ঠ চলাচলের বিষয়ে আমরা ক্যাম্পেইন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লোকবল সংকট ও করোনার প্রাদুর্ভাবে এটা দেখভাল করা সম্ভব হয়নি। শহরে চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ইজিবাইককে পৌরসভা কতৃক অনুমোদন দেওয়া হবে। অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে এনআইডি কার্ড দেখা হবে। যাতে করে অপ্রাপ্ত বয়সের কেউ যাতে অনুমোদন না পাই সেদিকে খেয়াল রাখা যায়।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পরিদর্শক জাহাঙ্গির কবির বলেন, প্রধানসড়কে অবৈধ যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি।

এরপরও অপ্রাপ্ত বয়সের চালকরা সড়কে কর্তব্যরত পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলছে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই অপ্রাপ্ত বয়সে গাড়ি চালাতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের নিরুৎসাহিত করি, অনেক সময় মামলা দিয়েও এই ধরণের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার চেষ্টা করি। সর্বপরি মহাসড়কে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের দিয়ে গাড়ি চলাচল ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া ও অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।